বাদী সংযোগ	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম
	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

সম্বাদী সংযোগ	সা	ঋ	গ	প	ধ	নি	ঋ	গ	ম
	ম	প	ধ	সা	ঋ	গ	প	ধ	নি

অনুবাদী সংযোগ	ঋ	গ	ধ	নি	গ	ম
	ম	প	সা	ঋ	প	ধ

শ্রেষ্ঠালঙ্কার বা ছেড়।

বেহালা যন্ত্রে ছেড়ের সাধারণ সংজ্ঞা পরন্। তালিম, সুরল ও নিপুণ হস্তে ইহা বহুবিধ প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। গত, গান, আলাপ প্রভৃতি সর্ব্ব সঙ্গীতেই উহা প্রযুক্ত হইতে পারে। একটী সাধারণ লক্ষ্ণৌ ঠুংরী গানে সোপান স্বরূপ তিন প্রকার ছেড় লিখিত হইতেছে। এই সূত্রাবলম্বনে যত্ন করিলে বিবিধ ছন্দের ছেড় হস্তগত হইবে।

সাধন।

১ম প্রকার। সাধারণ ছেড়।

সাঁ ঋঁ ঋ সাঁ মঁ ম গঁ গঁ গ গঁ গঁ গ | মঁ মঁ ম
দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা দি রি

পঁ পঁ প পঁ গঁ গঁ গ | মঁ মঁ ম পঁ পঁ প পঁ পঁ প
দা দি রি দা দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা দি রি

সাঁ নিঁ নি | ধঁ ধঁ ধ পঁ মঁ ম গঁ গঁ ম ঋ গ ঃ ঃ
দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা রা

দা দি রি ইত্যাদি শব্দগুলিকে ছেড়ের বোল কহে। সুতরাং, ইহাতে আগত বিগত টানের নিয়ম খাটিবে না।

২য় প্রকার। হুন্ ছেড়।

সা সা ঋ ঋ সা সা ম ম গ গ গ গ গ গ গ গ |
দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি

ম ম ম ম প প প প প প প প গ গ গ গ |
দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি

ম ম ম ম প প প প প প প প সাঁ সাঁ নি নি
দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি

ধ ধ ধ ধ প প ম ম গ গ ম ম ঋ ঋ গ গ ঃ ঃ
দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি

ইহার এক মাত্রার স্বর চারিটীকে অর্দ্ধ মাত্রায় বাজাইলে, তাহাকে চৌহুন্ ছেড় কহে।

৩য় প্রকার। আড়ি ছেড়।

সাঁ ঋঁ ঋ সা ম মঁ গঁ গ গঁ গঁ গ |
দা দি রি দা রা ০ দি রি দা দি রি

মঁ মঁ ম প প পঁ পঁ প গ গ গ গ |
দা দি রি দা রা ০ দি রি দি রি দি রি

মঁ মঁ ম প প পঁ পঁ প সাঁ সাঁ নি নি |
দা দি রি দা রা ০ দি রি দি রি দি রি

ধঁ ধঁ ধ প ম মঁ গঁ ম ঋঁ ঋঁ গ ঃ ঃ
দা দি রি দা রা ০ দি রি দা দি রি

ইংরাজী গত।

FAIRY LAND বা নাচের গত।

নি—খ্যাম্‌টা।

১ম ভাগ।

ম প } ধ ধ ধ ধ নি ধ প | প প ধ ম প

ধ প ম ম প ‖ ধ ধ ধ ধ ধ নি সা ঋা |

১ম বার / ২য় বার

ধ সা নি ধ প ম ম ম ম প ‖ ম ম সা সা

সা সা ঋা গা ঋা সা সা সা সা | সা সা ঋা গা

সা ঋা সা নি ধ প ম প |

২য় ভাগ

সা সা ঋা সা নি ধ ধ ম ম প সা সা

১ম বার / ২য় বার

ধ সা সা ‖ ম সা প সা সা ধ সা সা নি সা সা ‖

ধ ম প ধ নি সা সা ঋা সা নি ধ ধ ম ম

ম ম প ::

ROSE. (সমাধি সঙ্গীত)

নি গী। বিলম্বিত মাত্রা।

নি়ঁ সাঁ ঋ নি ধঁ পঁ মঁ ঋঁ | নি়ঁ সাঁ ঋ ম গঁ ঋঁ

সা ঋ সা নি় | নি়ঁ সাঁ ঋ নি ধঁ পঁ ম ঋ | নি়ঁ সাঁ

ঋ মঁ ঋঁ গঁ সাঁ ঋঁ সা নি় নি় | ম ঋ নি ধ প

ম ঋ | ম ঋ নি ধ প ম প ধ নি | নি়ঁ সাঁ ঋ

নি ধ প ম ঋঁ | নি়ঁ সাঁ ঋ ম ঋঁ গঁ সাঁ ঋঁ

সা নি় নি় ঃ ঃ

এই গতটীতে যে কয়টী পদ, সেই কয়টী ছেদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে মাত্রার সমতা নাই, এই জন্য হিন্দু সঙ্গীতের কোন তালে ইহা সঙ্গত হইবে না।

GOD SAVE THE QUEEN,

অর্থাৎ মহারাণীর মঙ্গল প্রার্থনাসূচক শেষ-সঙ্গীত।

বিলম্বিত মাত্রা।

সা সা ঋ নি়ঁ সাঁ ঋ | গ গ ম গঁ ঋঁ সা |

ঋ সা নি় সা সা ঋ গ ম | প প প পঁ মঁ গ |

ম ম ম মঁ গঁ ঋ | গ ম গ ঋ সা গঁ মঁ প |

ধঁ পঁ ম গ ঋ সাঁ ঃ ঃ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাগ রাগিণী।

শ্রবণ ও হৃদয়রঞ্জনকর সুরচিত সুরপরম্পরার নাম রাগ রাগিণী। ষড়জকে আশ্রয় করতঃ আর আর সুরগুলি কোন নিয়মিত অনুপাতে আরোহণ পূর্ব্বক গ্রাম পূর্ণ করিয়া, পুনরায় ঐরূপ কোন অনুপাতে অবরোহণান্তে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বিশ্রাম করে। ইহাতে যেন একটী পদ বা মূর্ত্তি গঠিত হয়। ইহাই রাগ রাগিণীর বিশুদ্ধ ভাব। ঐ বিশুদ্ধ কাঠামটী স্থির রাখিয়া উহাকে আবার নানা বর্ণালঙ্কার দানে মোহিণী মূর্ত্তিতে পরিণত করিতে হয়। যাহা হউক, ঐরূপ স্বরানুপাত বিভিন্নতায় বিবিধ রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যে গুলির সুর পুরুষোচিত গম্ভীরতা ব্যঞ্জক, তাহারা পুরুষজাতীয় অর্থাৎ রাগ। যাহাদিগের সুর প্রেম বাৎসল্য আদি স্ত্রীজাতি সুলভ কোমলতায় পরিপূর্ণ, তাহারা স্ত্রীজাতি অর্থাৎ রাগিণী। এই সকল রাগ রাগিণী আবার কুলগত ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সঙ্কীর্ণ অভিধানে অভিহিত হইয়াছে। যে সকল রাগ (১) স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ অমিশ্র ভাবে স্বয়ম্ভুরূপে উদিত হইয়াছে, তাহারা শুদ্ধ কুল। যে সকল রাগ দুইটী রাগ হইতে প্রসূত, তাহারা সালঙ্ক কুল, এবং যাহারা বহুরাগ হইতে উৎপন্ন, তাহারা সঙ্কীর্ণ কুল বলিয়া কথিত হয়। পুনশ্চ, ঐ সকল রাগ রাগিণী আবার সম্পূর্ণ, খাড়ব ও ওড়ব এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যে সকল রাগে সাতটী সুরই ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণ; যে যে রাগে ছয়টী সুর আবশ্যক হয়, তাহা খাড়ব এবং পাঁচ সুরের রাগদিগকে ওড়ব শ্রেণী কহে।

রাগ রাগিণীদিগের মধ্যে যে সুরটী রাজার ন্যায়, অর্থাৎ যে সুরটী সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় ও গুরুমাত্রাবিশিষ্ট, তাহাকে বাদী, অংশ ও হিন্দি ভাষায় জান কহে। যে সুরটী মন্ত্রীর ন্যায় রাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় থাকে অথচ বাদী অপেক্ষা মাত্রায় লঘু, তাহাকে সম্বাদী এবং যাহারা ভৃত্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে আবশ্যকীয় এবং মাত্রায় অতি লঘু, তাহাদিগকে অনুবাদী কহে। যে সুর শত্রুর ন্যায় রাগের মূর্ত্তি বিনাশ করে, তাহার নাম বিবাদী সুর। যে সুর গ্রহণ করিয়া রাগ আরম্ভ করিতে হয়, এবং যে সুরে গিয়া বিশ্রাম করে, তাহাদিগের নাম যথাক্রমে গ্রহ ও ন্যাশ সুর।

---

(১) চলিত ভাষায় রাগ ও রাগিণী উভয়ই রাগপদবাচ্য।

ইহা ভিন্ন শাস্ত্রে রাগ রাগিণীদিগের এক একটী মূর্ত্তিগত ধ্যান আছে। আলাপের সময় সেই মূর্ত্তিটী হৃদয়ে ধারণা করিয়া সঙ্গীত করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য। ইহা তাঁহারা বৃথা অর্থশূন্য বাক্যের ন্যায় লিখেন নাই। আমাদিগের ক্ষীণ মস্তিষ্ক সেই নিভৃত স্থলে উপনীত হইতে না পারিলেও উহার অন্তস্তলে অতি মূল্যবান সত্য নিহিত আছে। যাহা হউক, এস্থলে কেবলমাত্র ভৈঁর রাগের ধ্যানটী উদ্ধৃত হইল।

ভৈঁর বা ভৈরব রাগের ধ্যান।

গঙ্গাধরঃ শশীকলা তিলক ত্রিনেত্রঃ সর্পৈ বিভূষিত তনু গজকৃত্তি বাসা

ভাব এশূল কর এষ রুদ্রাক্ষধারী শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদি রাগঃ।

সঙ্গীত রত্নাকর।

এই রাগের ধ্যান ও ধারার একটী পুরাতন বঙ্গানুবাদ।

ভয়রোঁ আদি রাগ শিবের বেশ। শিব অবয়ব গুণে বিশেষ॥
ভুজঙ্গ নিন্দিত শিরেতে জটা। জটায় বেড়িয়া ভুজঙ্গ ঘটা॥
হিল্লোল কল্লোল তরঙ্গ বায়। ঝর ঝর গঙ্গা ঝরিছে তায়॥
ভাল শোভা হরিতাল তিলকে। সুধাংশু কলা কপাল ফলকে॥
আসন বসন বাঘের ছালা। দল মল দোলে মুণ্ডের মালা॥
কোটী শশধর জিনিয়া কায়। তাহাতে বিভূতি কলঙ্ক পায়॥
বৃষভ বাহন করে ত্রিশূল। অক্ষির ভাব ঢুলু ঢুলু ঢুল॥
সম্পূরণ ভাবে বেড়ান ফিরি। ধৈবত গান্ধার হয়েতে গিরি॥
ঋষভ সম্বাদী গান্ধার বাদী। খরজ তাহাতে হবে অবাদী॥
ছয় দণ্ড নিশি থাকিতে গাবে। অরুণ উদয়ে সমাধা পাবে॥

শাস্ত্রে ও ব্যবহারে রাগ রাগিণীদিগের আলোচনা করিবার যেরূপ সময় নিরূপিত আছে, নিম্নে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত রাগ রাগিণীর তালিকা প্রদত্ত হইল।

দিবা।

প্রভাত হইতে বেলা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত।	ভৈরব, রামকেলী, যোগিয়া, ভৈরবী, আশাবরী, ভাটিয়ারি ও খট্ প্রভৃতি।
চারি দণ্ড হইতে বেলা দশ দণ্ড পর্য্যন্ত।	বিভাষ, আলেয়া, পটমঞ্জরী, দেবগিরি, কুকুভ ইত্যাদি।

দশ দণ্ড হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত।	সিন্ধু, কাফিসিন্ধু, সিন্ধু বিজয়, টোড়ী, গুজরাটী টোড়ী, বাহাদুরি টোড়ী ইত্যাদি দ্বাদশ টোড়ী।
দুই প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত।	সারং, বৃন্দাবনী সারং, মধুমাধবী প্রভৃতি সপ্তসারং।
তৃতীয় প্রহর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত।	মুলতানী, ভীমপলশ্রী, রাজবিজয়, বারোঁয়া, পিলু, ধানী পূরবী, পুরিয়া, ধানেশ্রী ইত্যাদি।

রাত্রি।

সন্ধ্যা হইতে রাত্রি চারি দণ্ড পর্য্যন্ত।	শ্রীরাগ, গৌরী, মাড়োয়া, হাম্বির, কেদারা, কল্যাণী, কামোদী, ছায়ানট ইত্যাদি।
চারি দণ্ড হইতে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত।	ইমন, ভূপালী, ইমনকল্যাণ, জয়জয়ন্তী, বাগীশ্বরী, দরবারী প্রভৃতি অষ্টাদশ কানাড়া।
দশ দণ্ড হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত।	ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, পরজ, কালাংড়া, আড়ানা, সাহানা ইত্যাদি।
দ্বিতীয় প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত।	বেহাগ, বেহাগ খাম্বাজ, বিহঙ্গড়া, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, নটনারায়ণ ইত্যাদি।
তৃতীয় প্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত।	মালকোশ, হিণ্ডোল, সোহিনী, ললিত ইত্যাদি।

ইহা ভিন্ন কোন বিশেষ ঋতু সমাগমে, অথবা কোন সাময়িক ঘটনায়, বিশেষ বিশেষ রাগ রাগিণী গীত হইবার প্রথা প্রচলিত আছে; যথা—আনন্দ উৎসবের সময় আড়ানা, সাহানা, শ্যাম ইত্যাদি। বসন্ত ঋতুতে বসন্ত, বাহার, সোহিনী, হিণ্ডোল, মালকোশ ইত্যাদি। বর্ষা ঋতুতে মোল্লার, মেঘ, সুরট, জয়জয়ন্তী, দেশ ইত্যাদি রাগ গীত হইয়া থাকে।

আলাপ।

শুদ্ধ স্বরানুপাতিক রাগ রাগিণীর যে অনলঙ্কৃত বিশুদ্ধ ভাব, তাহা আলোচনায় মানব-জগতের আশা নিবৃত্তি হয় না। এই জন্য, ঐ সকল রাগ রাগিণীকে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতাদি লয় সহযোগে, গমক, মূর্চ্ছনা, তান, মান ও কর্ত্তবাদি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, গ্রামান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মানবের শ্রবণ সম্মুখীন করিতে হয়; ইহার নাম আলাপ।

সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ আলাপের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটী পদ স্থির করিয়াছেন। যে অংশ দ্বারা রাগ আরব্ধ হইয়া কতকাংশ মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, অথচ পূর্ণ হয় না, তাহার নাম আস্থায়ী। যে অংশ দ্বারা অবশিষ্ট ভাগ পূর্ণ হইয়া রাগটী সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে, তাহাকে অন্তরা কহে। সঞ্চারী ও আভোগ, আস্থায়ী ও অন্তরার সামান্য প্রকার ভেদ মাত্র। আলাপ প্রথমত বিলম্বিত লয়ে আরম্ভ করিতে হয়। বিলম্বিত আলাপ শুনিতে অতি মধুর, কিন্তু বাজান একটু কঠিন। যাহা হউক, ঐ বিলম্বিত লয়ে বিবিধ কৌশলে ও মূর্চ্ছনাদি বিবিধ অলঙ্কার যোগে স্বরদিগের অনুপাত ও বাদী সম্বাদী প্রভৃতি সুরের প্রাধান্য স্থির রাখিয়া, যেন সেই রাগের একটী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপরে মধ্য ও দ্রুতাদি লয় সহযোগে রাগটীকে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেই আলাপের কার্য্য শেষ হইল। আলাপের সময় বাদী ও বিবাদী সুরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বাদী সুরের স্থিরতায় মূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকে, আর বিবাদী সুর সংযোগে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আলাপের বিশেষ কোন তাল দেখা যায় না। তবে, সুশিক্ষিত ব্যক্তি বর্ত্তন সময় আপন ইচ্ছামত তাল, লয় সঙ্গতে আলাপ করিয়া থাকেন।

সারং—ওড়ব জাতি—গ ধ—বিবাদী।

রাগের অনলঙ্কৃত বিশুদ্ধ ভাব।

সাঁ ঋ ম পঁ নি প ম ঋ সা |

স্বরানুপাতিক বিস্তৃত ভাব।

সা নি সা ঋ সা, ঋ ম ঋ সা, ঋ ম ঋ ম

ঋ সা, ঋ ম প নি প ম ঋ সা, ঋ ম প নি সাঁ,

নি প ম ঋ, প ম ঋ সা, নি প ম ঋ সা নি সা ::

রাগের বিশুদ্ধ ভাবটী অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ স্বরদিগের আরোহণ ও অবরোহণের অনুপাত ও অবস্থিতি কালের প্রতি নির্ভর রাখিয়া রাগাদিকে বিবিধ ছন্দে বিস্তৃত করা যাইতে পারে। কোন অট্টালিকায় উঠিবার ও নামিবার জন্য যেন উভয়বিধ প্রকারে সোপানগুলি চিহ্নিত আছে। যেমন উঠিবার জন্য ১, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮। নামিবার জন্য ৮, ৬, ৪, ৩, ২, ১। এক্ষণে ঐ সোপানাবলম্বনে অট্টালিকায় একটীবার আরোহণ অবরোহণ কার্য্যে যদি কালবিলম্ব করিবার আবশ্যক হয়, তবে যথা চিহ্নিত সোপান ও তাহার অবস্থিতি কালটী স্মরণ রাখিয়া যে কোন স্থান হইতে কখন দুই ধাপ উপরে এক ধাপ নিয়ে, কখন তিন ধাপ উপরে দুই কিম্বা এক ধাপ নিয়ে, এইরূপ বিবিধ ক্রীড়ায় সময় ক্ষেপ করিয়া রাগাদিকে বিস্তৃত করাই পদ্ধতি। মাত্রা দীর্ঘ হইলে রাগ বিলম্বিত এবং হ্রস্ব হইলে দ্রুত হয়। কিন্তু, তাহাতে মূর্ত্তির কোন রূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না; যেমন টাকাকে আধুলি অথবা সিকির আকারে আনা হয় মাত্র; আকার ক্ষুদ্র হইলেও মূর্ত্তি কিম্বা ভাব ভঙ্গি আদি পূর্ব্বরূপই থাকে।

সারং আলাপ।

আস্থায়ী।

সা নি সা ঋ ম ঋ ঋ ম ঋ সা সা নি সা ,

ঋ ম প নি প , ম প নি প ম ঋ , প ম ঋ ম

ঋ সা সা নি সা ঋ সা ॥

অন্তরা।

ঋ ম প নি প ম , ম প নি সা , ঋ সা ঋ সা

নি সা সা সা সা , নি সা ঋ ম ঋ সা ঋ সা

নি নি সাঁ , নি প ম পঁ , ম প নি প ম ঋ

প ম ঋ ম ঋ সা সাঁ নিঁ সা ঋ সা ঃঃ

বিস্তার বা বণ্টন।

নি় সা ঋ ম ঋ সা নিঁ প নিঁ প ম ম প নি সা

ঋ ম ঋ সা প ম ঋঁ ম ঋঁ পঁ ম ঋঁ প ম ঋ ম

ঋ সা নি় সা ঋ সা ।

ম ঋ ঋ ম পঁ ম পঁ প নি প ম ঋ প ম প

নি সা ঋ সা নি সা ঋ ম ঋ সা নি সা নি প

পঁ ম পঁ ম প নি প মঁ ঋ মঁ প ম ঋ ম

ঋ সা নি় সা ঋ সা ঃঃ

মধ্যম ঠাটের পরিচয়।

নিম্নে বিভাষের আলাপ মধ্যম ঠাটে লিখিত হইল। মধ্যম ঠাট অর্থে,—উদারার মধ্যম তারকে মুদারার ষড়্জ কল্পনা করিয়া লওয়া। মধ্যমকে স্বর করিতে হইলে বেহালা অবশ্য একটু চড়া করিয়া বাঁধিতে হয়। নচেৎ, ষড়্জের গুরুগম্ভীর মনুষ্য কণ্ঠের সাধারণ সুর D (ডি) সুরের নিকটবর্ত্তী হয় না। বিশেষত, একটু নরম সুর না লইলে আলাপের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়। পুনশ্চ উদারার মধ্যম তারকে মুদারার সা করিয়া বাজাইলে তারা গ্রামের যথেষ্ট কার্য্য দেখাইতে পারা যায় এবং তাহা অতীব মিষ্ট হয়। এই জন্য যত্ন পূর্ব্বক ম্ হইতে অনুলোম গতিতে সপ্তকাদি স্বরগুলি ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নে তাহার একটী আদর্শ দিলাম।

যে যে আলাপের শিরোনামায় মধ্যম ঠাট বলিয়া লিখিত হইবে, তাহা উদারার মধ্যম এবং যাহাতে সাধারণ ঠাট বলিয়া লিখিত, তাহা মুদারার স্বর তার আশ্রয়ে বাজাইবেন। ফলতঃ সমস্ত আলাপই ক্রমে মধ্যম ঠাটে অভ্যাস করা ভাল।

সাধারণ ঠাটের ম্ প্ ধ্ নি্ সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ

মধ্যম ঠাটে সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ ঋঁ গঁ মঁ পঁ

বিভাষ—খাড়ব জাতি। *

ম—বিবাদী। ধ—বাদী।

মধ্যম ঠাট।

আস্থায়ী।

সা ঋ গ ধ প ধ নি সা নি ধ নি ধ প, গ প

---

* রাগবিশেষে অলঙ্কারাদি প্রয়োগ সময় বিবাদী সুরও লঘু মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ বিবাদী সুরের হানিই দোষের।

গ ঋ গ ম গ ঋ সা সা, সা ঋ গ ঋ গ ঋ

সা ধ নি ধ প, প ধ সা ঋ গ ম গ ঋ, ঋ গ

ধ প ধ নি সা নি ধ নি ধ প, গ প গ

ঋ গ ম গ ঋ সা সা ‖

অন্তরা।

গ গ প ধ নি সা নি ধ প, প ধ সা ঋ গ

ম গ ম গ ঋ ঋ গ ঋ গ ঋ ঋ সা ঋ সা,

সা ঋ গ প ধ ধ সা নি সা ধ প, গ প গ

ঋ গ ম গ ঋ সা ঋ সা, প প প ধ নি

সা নি ধ ধ ধ ধ, ধ নি ধ নি ধ প প

ধ প ধ প প গ গ গ, গ ম গ ম গ ঋ

ঋ গ ধ নি সা নি ধ নি ধ প, গ প গ

ঋ গ ম গ ঋ সা সা ঃঃ

বিস্তার—তেহারা মাত্রা।

আলাপের এক মাত্রা, তেহারার এক ঘরের সহিত সমান।

সা ধ সা সা গ ঋ সা সা প সা সা গ ঋ সা,

সা গ ধ প গ ঋ সা সা সা সা সা, প গ প

প সা নি সা সা গ ঋ ঋ সা নি সা, সা প গ

ঋ সা নি সা সা গ সা সা, প সা সা সা সা

সা গ প গ সা সা সা সা সা গ সা, প প ধ

প প গ সা প প গ প প, প প ধ নি সা

ঋ সা সা গ সা সা ঋ সা সা, প সা নি ধ প

প গ প প গ ঋ সা সা ঃঃ

এই বিস্তারটী গতরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেহেতু ইহাতে অঙ্গুলী সঞ্চালনের বিশেষ নৈপুণ্য সাধিত হইবে।

আলেয়া—সম্পূর্ণ।

মধ্যম ঠাট।

আস্থায়ী।

নি় নি় সা ম গ পঁ ম প ম গঁ ম প পঁ, প

মঁ গ মঁ ঋ গ ঋঁ, গ প প নি ধ নি ধ প ধ

নি সা ঋ সা সা সা সাঁ, সা নি সাঁ নি সা নি ধঁ

নি ধ নঁ ধ নি ধ ধঁ ধ নি প ধঁ প ধ প পঁ

ম পঁ ধঁ প ধ প ম ম গ মঁ গ ম গ ঋঁ,

ঋ গঁ ম গঁ ম প পঁ ম গ ম ঋ গ ঋ

সা নি় ঋ সা ।

অন্তরা।

সা সা গ প ম প গঁ মঁ গ ঋঁ গঁ ম গ ম ঋঁ,

গ প প ধ নি ধ নি সা ঋ সা সাঁ সা সাঁ, সাঁ সা

ঋ গঁ ম গঁ ম প প পঁ ধঁ প ধ প ম গঁ গঁ গ

ঋ গঁ ঋ গ ঋ ঋঁ সা নি ঋ সা, সা নি সাঁ নি

সা নি ধঁ নি ধ নিঁ ধ নি ধ ধঁ ধ নি প ধঁ প

ধ প পঁ ম পঁ ধঁ প ধ প ম ম গ মঁ গ ম

গ ঋঁ, ঋ গঁ ম গঁ ম প পঁ, ম গ ম ঋ গ ঋ

সা নি় ঋ সা | নি় সী নি় সী ধ় নি় ধ় প় ম় প়

ধ় ধ় সী নি় সী সা সা সা, ঋ গঁ ম গঁ ম প পঁ

ম গ ম ঋ গ ঋ সা নি় ঋ সা ঃঃ

বিস্তার।

পঁ পঁ প ম নি সা ঋ সা নি ধ প ম গ ঋ সা

ঋ ঋ প প প প ধ নি সা ঋ সা | ঋঁ ঋঁ ঋ

ঋ ঋ ঋঁ গঁ গ ম প ধ প ম গ পঁ ম গ ঋ

মঁ গ ঋ ঋ গাঁ নি সাঁ | সাঁ নিঁ সা ধঁ নি পঁ

ম প ধ প মঁ গ ঋঁ পঁ সাঁ সা প সা পঁ সাঁ সা প |

ঋঁ ঋঁ ঋ ঋ ঋ ঋ গ ম প মঁ গ ঋঁ গঁ ধ পঁ

মঁ গ ঋঁ ঋ ম গ ঋ সা | পঁ সাঁ সা প প সা সা

ঋঁ পঁ প ঋ ঋ প প গঁ পঁ প ধ নি সা ঋ

সা গ ঋ ম গঁ ঋ সাঁ | ঋঁ পঁ প ধ নি সা নি

ধঁ নি পঁ ম প ধ প মঁ গ ঋঁ ঋ প ম গ

ঋঁ গ ঋঁ সা ঃঃ

এই বিস্তারটীও গতরূপে গ্রহণীয়। কেননা ইহাতে অঙ্গুলী-নিচয় দ্রুত সঞ্চালনের সহিত চারিটী তারেই ভ্রমণ করিবে। সুতরাং ইহা কস্‌রতের একটা সামগ্রী। কিন্তু অঙ্গুলীর যেমন কস্‌রৎ ও কায়দা, ছড়েরও সেইরূপ কায়দা আছে। ছড় গাছটী যদৃচ্ছাক্রমে টানিলে চলিবে না। আলাপ ও বিস্তারাদির স্বর ও চিহ্নগুলি দেখিয়া ঠিক পুস্তকানুযায়ী সংখ্যামত ছড়ের টান দিয়া বাজাইতে হইবে; এবং পুনঃ পুনঃ কহিতেছি, তারের উপর অঙ্গুলীগুলি ও ছড় গাছটী একটু চাপিয়া বাজাইবেন। আঙ্গুলপোবের উপর আঙ্গুলগুলি এরূপ জোরে চাপিবেন যেন কোন স্থানে ফাঁক না থাকে। ছড়ের দীর্ঘ টানও অতি আবশ্যকীয়। এই সকল ক্রিয়া নির্ভুল ও সুন্দর হইলে, আপনার আলাপাদি যদি মিষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমি তাহার দায়ী হইতে পারি; কিন্তু সুরগুলি ঠিক হওয়াই যে আসল কাজ একথাটীও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

ঝিঁঝিট—সম্পূর্ণ। ধি নি।

সাধারণ ঠাট।

রাগ বিশেষে কোমল কড়ী আদি যে যে সুর ব্যবহৃত হয়, শিরোনামায় তাহা লিখিত হইবে। গর্ভস্থ কোন সুরে তাহা প্রযুক্ত হইবে না। শিক্ষার্থীগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া ঐ সুরগুলির প্রতি সর্ব্বদা মন রাখিবেন। আর এই পঞ্চম জাতীয় রাগে ধৈবতকে যিনি ঠিক অনুকোমল করিয়া বাজাইতে না পারিবেন, তিনি যেন দেশাচার মতের অনুসরণ করেন; কিন্তু গণিত সঙ্গীত খানি পাঠ করিয়া তাহার পর।

আস্থায়ী।

ধ নি ধঁ নি সা ঋঁ সা ঋ সা নিঁ ধ পঁ পঁ ধঁ নি

ধ নি প ধ *, ম প ধ সা ঋ গ গ ম ঋঁ গ ম

পঁ ম পঁ ম ঋ গ ম গ ম গ ঋ সা সা সাঁ, সাঁ ঋ

ঋঁ প ধঁ প ধ প মঁ ম মঁ গঁ মঁ গ ম গ ঋ সা

সাঁ ঋঁ গ ঋ সা ঋ সাঁ নি ধঁ নি ধ পঁ ধঁ নি ধ

---

* সরল অথবা মিশ্রপ্রভা অর্দ্ধ মাত্রায় বাদিত হইলে তাহাকে জ্যোতি কহে। যেমন—

পঁ ধঁ নি ধ নি প ধ | প অর্দ্ধ মাত্রায়, ধ নি ধ নি প ধ অর্দ্ধ মাত্রায়। সুতরাং শেষোক্ত অর্দ্ধ মাত্রানুগত ছন্দটীর নাম জ্যোতি। এই অলঙ্কার একটু মৃদু সুরে বাজান রীতি।

নি প ধ ম প ম সা ঋ গ গ ম ঋ গ ম গ

ম গ ঋ গ সাঁ, ধ নি সা ঋ সা ঋ সা নি ধ প

ধ নি ধ নি প ধ ম প ম ম প ধ ঋ সাঁ সা ‖

অন্তরা।

গ ম প ধ নি ধ নি প ধ সাঁ, ধ নি ধ নি সা

ঋ সা ঋ সা নি ধ প প, প ধ সা ঋ গ গ ম

ঋ গ সাঁ, ধ নি ধ নি সা ঋ সা ঋ সা নি ধ প

প ধ প ধ নি সাঁ নি সা নি ধ প ম ম প ম

প ধ নি ধ নি ধ প ম গ ঋ গ ম গ ম গ

ঋ গ সাঁ, ধ নি সা ঋ সা ঋ সা নি ধ প ধ নি

ধ নি প ধ ম প ম ম প ধ ঋ সাঁ সা ঃ

খাম্বাজ—সম্পূর্ণ—ধি নি

সাধারণ ঠাট, বিলম্বিত মাত্রা।

আস্থায়ী।

সা ঋ গ ম প ধঁ নি সাঁ নি সা নি ধঁ প ধঁ

প ধ প র্ম গ ঋ গ র্ম প র্প, র্গ ম র্প ধ নি

সা ঋ সা ঋ সা র্ধ নি সা নি সা নি ধ প র্ধ,

নিঁ সা নিঁ সা সাঁ ঋঁ সা র্ধ নি ধ সা নিঁ ধ পঁ র্ধ,

র্ম প ধ নি ধঁ প মঁ র্গ, র্ম সা সাঁ নিঁ ধ র্প ধ

নি সা ঋ সা ঋ সা নিঁ ধ মঁ র্গ, সাঁ ঋঁ গ ম প

র্ম গ ঋ গ ম গ ম ঋ গ র্ম প র্প |

অন্তরা।

সাঁ ঋঁ গ ম গ র্ম গ ঋ গ মঁ প ধ নিঁ সা

নিঁ সা নি র্ধ, নি সাঁ নিঁ সা সাঁ সা সাঁ নি সা ঋ

ম গ ম ঋ সা ঋ ধ নি সা ঋ সা ঋ সা নি

ধ প ধ, ম প ধ নি সা নি সা নি ধ প প ধ

প ধ প ম গ সা ঋ গ ম প ম গ ম ঋ সা

নি সা ঋ সা | ধ সা নি সা নি ধ নি প ধ প

প ধ সা নি ধ নি ধ ধ প ম গ সা ম গ

ম গ ম প প, ধ সা নি সা সা ঋ গ ম গ

ম প ধ নি ধ প ম গ সা নি সা ঋ সা সা ঃঃ

ইহার মূর্চ্ছনাগত সুরগুলি বাজাইতে যদি সুবিধা না হয়, তাহা হইলে আসে বাজাইলেও চলিবে। তবে যে যে সুরের নীচে বিন্দু আছে সেইগুলি মাত্র বাদ দিতে হইবে।

বিস্তার।

সা ঋ সা সা গ ঋ ম গ ম প ধ নি সা নি ধ,

সা নি সা ঋ সা নি ধ ধ ম গ ঋ গ ম প,

সাঁ ঋ গ ম গঁ গ সাঁ ঋ গ ম পঁ প সাঁ ঋ

গ ম ধঁ ধ নিঁ ধ পঁ, সাঁ নিঁ সা ঋ সা নি ধ

নি ধ নি সাঁ নি ধ প পঁ ধ প ধ প ম গ

মঁ গঁ ঋ গাঁ সাঁ নিঁ নিঁ সাঁ সা ধঁ নিঁ নি ধঁ প

মঁ নিঁ নি ধঁ প মঁ গ মঁ, সাঁ সাঁ সা গঁ গ মঁ পঁ ধ

মঁ পঁ ম পঁ, ধঁ ধঁ নি পঁ ধ নিঁ সাঁ সা সাঁ সা

গঁ মঁ ম পঁ ধ নি ধ, ঋঁ ঋ সা সা নি নি ধ ধ

সাঁ সাঁ নি নি ধ ধ প প নি নি ধ ধ প প ম ম

গঁ গ ঋ ঋ সাঁ ঃঃ

বেহাগ—ওড়বজাতি।—

ঋ ধ—বিবাদী *। গ—বাদী।

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

নি নি সা গা গ ম প ম প ম গা ম গ গা গা

ঋ সা সা নি সা সা, গ ম প সা নি নি নি ধ প

প নি ধ সা নি সা নি ঋ ম প ম গ, গ প ম

প গ ম গ গ ঋ সা নি সা নি সা, ঋ সা নি সা

সা গ, গ ম প নি সা ঋ সা নি প ম গ গা গা

ঋ সা সা নি সা সা।

অন্তরা।

সা সা গ ম প ম প ম প ম গ, গ ম প

সা নি নি সা ঋ সা ঋ সা নি সা সা সা সা,

* দেশ প্রচলিত নিয়মে বেহাগের বিবাদী স্বরও লঘু মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নি নি সা র্গ গ ম প ম গ র্গ ঋ সা নি সা,

নি সা নি নি ধ প প নি ধ সা নি নি ধ প

প ম প গ ম গ, গ ম প ম গ গ ঋ সা সা

নি সা সা, নি সা নি সা নি প ম গ সা, নি নি

সা গ গ ম প সা নি নি সা সা সা সা, গ ম

প নি সা ঋ সা নি প ম গ গ র্গ র্গ ঋ সা সা

নি সা সা।

বিস্তার।

সা নি নি সা র্গ ম গ ঋ সা সা সা নি সা,

র্গ ম প, গ ম প নি র্প ম র্গ, গ ম প নি

সাঁ নি প ম পঁ ম গঁ, গ ম প নি সাঁ ঋ সা নি

প ম প ম গ, প ম প প মঁ গঁ ম গঁ গঁ ঋ সা

সাঁ সা নি সা সা গ ম প নি সা ঋ সা নি

প ম গ গ সা সাঁ গঁ ম পঁ সা নিঁ নিঁ সাঁ

সাঁ সা সাঁ সা ঃঃ

সিন্ধু—সম্পূর্ণ *। গ নি ঋ ধ

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

সা ঋ গ ঋঁ গ মঁ গ ম গ সা ঋ প পঁ ধঁ

নি ধ নি প মঁ প ধঁ প ধ প ম, ঋঁ গ ঋঁ গ

প ম গ ম গ ঋ সা ঋ সা সা | ঋ ম ঋ ম

প ধ ধ নি পঁ ধ নি সাঁ নি সা নি ধ ম প প,

ঋঁ গ মঁ গ ম গ ঋ গ ঋ সা সা | নি় ধ় নি় ঋ

ঋ গ সাঁ ঋ গ মঁ গ ম গ সা ঋ প, মঁ প ধঁ প

ধ প ম প ঋ গ ম গ ঋ সাঁ নিঁ় সা ঋ সা সা |

অন্তরা।

মঁ পঁ ধ নিঁ নি প ধ নি সা ঋ সা ঋ সা নি সা

সাঁ সা সাঁ সা, সা নি নিঁ সাঁ নি সা ঋঁ গঁ ঋ সাঁ

সা নি নিঁ সাঁ নি ধ প ম প ম গ মঁ গ ম গ

ঋঁ গ ঋ সা সা | নি ধঁ পঁ ধ ম প ঋ গ ঋ গ

• সিন্ধু রাগিনীতে গান্ধার, নিষাদ অতিকোমল, ও ঋষভ, ধৈবত অনুকোমল লিখিত হইয়াছে। যদিও ইহা দেশাচার হইতে একটু বিভিন্ন, কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত। এই জন্য সূক্ষ্ম সুরজ্ঞানী মহোদয়গণের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ইহা একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন, এই পুস্তকগত গণিত সঙ্গীতের ঋষভ গ্রামে ইহার পরিচয় পাইবেন।

গঁ মঁ মঁ ম ম ম মঁ, গ ঋ গঁ ম গ ম ঋঁ গ গ

সাঁ ঋ গঁ ম গ ম ঋ গ ঋ সা সা নি় নি় সা নি়

ঋ সা সা ‖

অন্তরা।

সা ঋ গ ম গঁ ম গঁ মঁ নি ধঁ ধঁ নিঁ ধ ধ

নি নি সাঁ, গঁ ঋঁ গ সাঁ, সা নি ধ প পঁ ধঁ ম প

নি ধ প ম ম গঁ ম ম ম গ ঋ সাঁ, সা ঋ

গ ম ম ম মঁ, গ ম গ ম পঁ ম গ ঋ ঋ গ

ঋ গ ম গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ গ ঋ সা ঋ

নি় সা নি় ধঁ়, ধ় নি় ঋ গ ঋ গঁ ম গ ম ঋঁ গ

ঋ সা সা | নি় ধ় প় পঁ় ধঁ় ম় প় নি় ধ় প় ম়

তোড়ী—সম্পূর্ণ। ঋ ধ গ নি ম |

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

সা নি সা ম গঁ গ ঋ ঋঁ সাঁ সা, নি ঋ সা ম গঁ

প ম প নি ধ ধঁ পঁ প প প, গ প ম প

ধ প ম প ম গঁ গ ঋ ঋঁ সাঁ সা, ঋ নি সা ধ

ধঁ পঁ পঁ প ম প নি ধঁ ধ সা নি সা সা সা সা,

ম গঁ গ পঁ ম পঁ ম ম গঁ গ ঋ ঋঁ সাঁ সা নি নি

সা ঋ সা সা |

অন্তরা।

সা সা পঁ প ম প নি ধ সা নি সা ঋঁ সা ঋ সা

নি সা সা সা সা, সা গঁ ঋ ঋঁ সাঁ সা, ঋ নি

নি ধ ম প গ প ম প ধ প ম গ ঋঁ সা নিঁ

সা, নি ধ পঁ পঁ প মঁ পঁ প ধ প মঁ পঁ প

ম ম গ ঋ সা, নিঁ ঋঁ ঋ সাঁ গঁ গ পঁ মঁ ম

ধঁ পঁ প সাঁ নিঁ নি ঋঁ সাঁ সা সাঁ নিঁ নি সা,

গ গ প প ম ম প প ধ ধ প প ম ম প প

প ধ নি সা নি-ধ প প গ গ ঋ ঋ সা ::

দেশ মল্লার—সম্পূর্ণ। নি ধি

সাধারণ ঠাট।

সা ঋঁ গ মঁ প ম প ম ম গ গ মঁ গ ম গ ঋঁ

ঋ গঁ ঋ গ ঋ সাঁ সা ঋঁ সা ঋ সা নিঁ নি সা সা ঋ

নি সা ম ম ম গ ম গ ঋ সা ম গ ম গ ঋ

সাঁ নি নি, সা ম গ ম প প ধ নি ধ নি পঁ ম

গ ঋ ঋ নি সা ম গ ম প প ধ নি ধ নি পঁ ম

গঁ ঋ সাঁ, নি ধ নি সা নি ধ প ধ সাঁ নি সা ঋ

সাঁ নি সাঁ নি ধ নি ধ পঁ মঁ প গ ম গ ঋ সা ঃঃ

মূলতানী *।—সম্পূর্ণ। ঋ ধ গ ম

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

নি নি সা ম গ ম প ম প প প প, প ম প

---

* এই রাগ মুসলমান সংগীতকার সুলতান হোসেন কর্ত্তৃক তোড়ী, গৌরী ও ভীম পলাসীর সার সংগ্রহে প্রস্তুত।

ম গ ম গ, গ ম প সাঁ নিঁ নিঁ সাঁ নি ধ প,

গ ম প নি ধ প ম প ম গ ম গ, সা নি

সাঁ ঋঁ সা ঋ সা নি ধ প ম ম গ ঋ সা নি নি

সা ঋ সাঁ সা ॥

অন্তরা।

প ম প ম গ ম গ গ ম প সাঁ নিঁ নিঁ সাঁ

সা সা সাঁ, নি নি সা গ ঋ সা সাঁ নি ঋঁ সা ঋ

সা নি সা সা সা সাঁ, সা নি সা সাঁ নিঁ ধ প,

গ ম প নি ধ প ম প ম গ ঋ সা।

নি সা নি সা নি ধ প ম প গ ঋ সা নি নি

গ ম প ধ নি সা ঋ সা সাঁ নি সাঁ সা সা সা নি সা

নি সা ধ প ম পঁ ধঁ ধ পঁ ম পঁ গ, ঋ গ ঋ

ঋঁ সাঁ সা নি় ঋ সা সাঁ ::—

দরবারী কানাড়া।*—সম্পূর্ণ। ঋ গ ধ নি |

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

ধ় সা নি় সা নি় সা ঋঁ ম গ গ গঁ মঁ ঋ গ সা

সাঁ ঋঁ নি় সা নি় সা নি় ঋ ঋঁ সাঁ সা, সা ঋ নি় সা নি় মঁ

---

* কথিত আছে এই রাগ মিয়া তানসেন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া আকবর বাদসাহের দরবারে গীত হয়। বাদসাহ তচ্ছ্রবণে অতীব পরিতুষ্ট হইয়া, তানসেনকে পঞ্চদশ লক্ষ টাকার মণীময় বাজু পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

ঋ গ সা সা ঋ সা নি় ঋ সা সা, সা ঋ নি় সা নি়

সা নি় ধ় ধ় নি় প় ম় প়, ম় প় নি় ধ় নি় ধ় ধ়

সা নি় সা সা সা সা, সা ঋ ঋ গ ম প ম গ

ম ম ঋ গ সা সা ঋ নি় সা নি় ঋ সা সা ।

অন্তরা।

ধ় সা নি় সা ঋ ম প নি ধ ধ ধ নি প, ম প

নি ধ ধ ধ নি প নি প নি সা নি সা ঋ সা

নি সা সা সা সা, নি সা নি সা ঋ প ম প ম

গ ম ম ঋ সা নি সা ঋ সা ঋ সা নি সা সা সা

সা, ধ সা নি সা নি ধ ধ ধ নি প, ম প ম প

গান।

গান অনেক আছে। কিন্তু সব গানই যে যন্ত্রে ভাল লাগে এমত নহে। উহার মধ্যে যে গান বেহালা যন্ত্রে মিষ্ট শুনায়, সেইরূপ তিনটী গান প্রদত্ত হইল।

রাগিণী—মিশ্রসারফর্দ্দা।

তাল—আড়খেমটা।

প্যারী } কার তরে আর গাঁথ হার যতনে।
গলার, হার কিশোরী (আরাধনের ধন ও তোর
চিন্তামণি) গলার হার কিশোরী, সেহার
হারালে হারালে শুননা শ্রবণে।
একজন অক্রূর মুনি ব'লে, সাধুর মূর্ত্তি ধ'রে,
কংশের দূত এসেছে বৃন্দাবনে।
হ'রে লয়ে যায় ও তোর সর্ব্বস্ব ধন দস্যুবৃত্তি ক'রে,
আমরা দেখে এলেম রথে তুলেছে যতনে।

রাগিণী—মিশ্রহাম্বির।

তাল—কওয়ালি মধ্যলয়।

দরশন বিনে মম প্রাণ যে যায়।
কোথা গেলে পাব তারে ব'লে দে আমায়॥
শুন গো সজনী, আগে ত নাহি জানি,
ভালবেসে অবশেষে কাঁদালে আমায়।

এই গানটী, মধ্যম তারকে সুর করিয়া বাজাইলে উপরের গান্ধার ও মধ্যম সুর বাজাইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

অন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বনাম প্রসিদ্ধ গোবিন্দ ও বদন অধিকারী আপন আপন যাত্রায় যে সকল গান গাহিতেন, তাহার অধিকাংশ গানই পদাবলীর সহিত গীত হইত। সুরের সহিত পদগুলি অগ্রে গাহিয়া পরে গান ধরিতেন। তাহা শুনিতে অতি মিষ্ট হইত। নিম্নে বদন অধিকারীর সেইরূপ একটী গান লিখিত হইল।

পদাবলী।

বৃষভানু নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, নব নব সঙ্গিনী সঙ্গে।
হায় গো নব নব সঙ্গিনী সঙ্গে।
তাহে, চলিল রাই বৃন্দাবনে, শ্যামচাঁদ দরশনে, রসভরে ডগ মগ অঙ্গে॥
তার, মুখ খানি পূর্ণিমার শশী, তাহে মৃদু মৃদু হাসি, শিরে শোভে চাচর কেশের বেণী।
হায় গো শিরে শোভে চাচর কেশের বেণী।
তাহে, বেণীর উপর সোণার ঝাঁপা, তার উপরে কনক চাঁপা, গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী॥
তার, নীলমণিচূড়ী হাতে, সোণার কঙ্কন তাতে, কাল বসন রাধিকার গায়।
হায় গো কাল বসন রাধিকার গায়।
পায়, সোণার নূপুর পাটামল, তাহে করে ঝল মল, হংস গমনে চ'লে যায়॥

গান।

রাগিণী—গৌড় সারং।

তাল—ঠুংরী।

বৃষ ভানু রাজ নন্দিনী, সঙ্গে ল'য়ে সব গোপিনী,
যৌবন ভরে ঢ'লে পড়ে রাই, হংসগতি রাই গামিনী।
হেলিতে দুলিতে চলে তার খসিয়ে পড়িছে বেণী।
ঝল মল কুণ্ডল, বিনি রবি মণ্ডল, সিন্দূরে মণ্ডিত ভাল
আজ, সেজেছে রাই বিনো, আমাদের রাই সেজেছে আজ
বিনোদিনী।—

কহে কোন লোক, রহিবে ভূলোক, কেহ বা গোলোক কেহ বিমানে,
কেহ কহে নাশ, কেহ অবিনাশ, প্রকৃত বিশ্বাস কেহ না জানে।
বুঝেছি সত্য, সবই অনিত্য, নিগূঢ় তত্ত্ব গভীর গুহায়,
তবে পায় ত্রাণ, যদি ভগবান, করি কৃপাদান রাখেন পায়।

সম্পূর্ণ।

গণিত সঙ্গীত।

উদ্দেশ্য।

সঙ্গীত বিদ্যা, ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ এই দুই অংশে বিভক্ত। ঔপপত্তিক অংশ দ্বারা সঙ্গীতের রূপ গঠিত, শৃঙ্খলিত ও অলঙ্কৃত হয়; এবং ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ দ্বারা তাহা সাধারণের শ্রবণ সম্মুখে সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং মূর্ত্তিটীকে সৌন্দর্য্যময়ী ও সুখকরী করিতে হইলে, ঔপপত্তিক শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন। ঔপপত্তিক অংশটী আবার পুঙ্খানুরূপে শিখিতে গেলে গণিত-বিজ্ঞানের শরণ লইতে হয়। সুর কি, প্রত্যেক সুরগুলির পরিমাণই বা কত, উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ, এক সুরের সহিত অপর সুরের শত্রু ও মিত্র ভাব অথবা কর্কশতা ও মিষ্টতার নিদান কি, এই সকল বিষয়ক জ্ঞানের নামই ঔপপত্তিক বিদ্যা। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ও গণিত সাপেক্ষ। বিজ্ঞান রজ্জু সহযোগে গণিত দণ্ড দ্বারা মন্থিত না হইলে, কোন বিষয়েরই সত্য রূপ অমৃত লাভের আশা নাই।

অধুনা আমাদিগের দেশে যে সকল সঙ্গীত পুস্তক প্রচারিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে এক খানিও গণিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ সুর গুলিকে সীমা বিশিষ্ট করিয়া গন্তব্য স্থানের ঠিকানা করিতে হইলে, পদে পদে গণিত সঙ্গীতের প্রয়োজন। এই জন্য আমি অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এই গণিত সঙ্গীত নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি প্রণয়ন করিয়া সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহা কেবল নিদ্রা-ভঙ্গ সূচক প্রভাত সঙ্গীত স্বরূপ। হিন্দু সঙ্গীত ভিত্তিহীন বা অঙ্গুলি গণনার সামগ্রী নহে। মাঝামাঝি একটা সুর ধরিয়া লইয়া, সূক্ষ্মতম সুরাংশ শ্রুতিগুলিকে পরিত্যাগ করিলে ইহা বাদীকরের গান হইয়া যায়। অতএব, জনসাধারণকে ঐ সকল সুর ও শ্রুতি নিচয়ের পূর্ণতা, প্রয়োজনীয়তা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে মনোযোগী করিবার জন্য, ইহা আমার কেবল প্রভাত সঙ্গীত মাত্র।

অনন্তর বক্তব্য এই যে, এই গণিত সঙ্গীত খানি আমার স্বাধীন চিন্তার সামগ্রী। নানা অসংযোগ বশতঃ এ বিষয়ে কোন পুস্তক সাহায্য বা গুরূপদেশ লাভের সুবিধা ঘটে নাই। সুতরাং ইহা যে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। অতএব কোন মহাজন কর্ত্তৃক কোন অংশ সংশোধিত হইলে, তাহা আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, এই গণিত সঙ্গীত খানি প্রণয়ন বিষয়ে আমার বাল্য সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ হালদার মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইতি

শ্রীনবীনকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ,
গোকনা।

গণিত সঙ্গীত।

সপ্তস্বর।

এই অখণ্ড মহীমণ্ডলের যে কোন প্রদেশে আপনি গমন করুন, দেখিতে পাইবেন যে, এক এক গ্রামে সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই সাতটা সুর ভিন্ন আর নাই। ইটালি ইংলণ্ড, তুরস্ক, জাপান কিম্বা ভারতবর্ষ প্রভৃতি সুসভ্য দেশেই হউক, অথবা কুকি, সাঁওতাল, বেহারা, বাজীকর ইত্যাদি অসভ্য সমাজেই হউক, ঐ সপ্ত স্বরের অবস্থান ও ওজন প্রায় সমভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সপ্ত স্বরের ঐরূপ ভুবনব্যাপিনী একতার কারণ কি? তবে কি উহা ঈশ্বরের আজ্ঞা? অথবা যে আজ্ঞায় রক্ত, পীত, নীলাদি বর্ণ পরম্পরা সর্ব্ব স্থানেই সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া জীব কুলের নয়নানন্দ বিধান করে, যে আজ্ঞায় রসনার তৃপ্তি সাধনে সংসারে ছয়টী মাত্র রসেরই পূর্ণাধিকার, সুরগুলিও সেই আজ্ঞায় ত্রিভুবনের সর্ব্ব স্থানেই সপ্ত খণ্ডে গ্রাম পূর্ণ করিয়া সর্ব্ব জীবের শ্রবণ-সুখ বিতরণ করিয়া থাকে। যাহা হউক, অবশ্যই উহার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। একটী প্রক্রিয়া দ্বারা সেই রহস্য বোধ হয় কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইতে পারে।

একটী পর্দ্দা বিহীন সেতারে শুদ্ধ একটী তার চড়াইয়া সম্ভবমত ওজনে বাঁধুন। নিম্নে অঙ্কিত করিয়া দেখান যাইতেছে;—
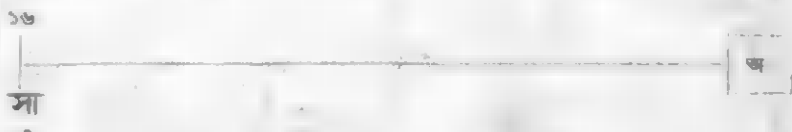
সা এর মস্তকোপরি ক্ষুদ্র দণ্ডটী সেতারের আড়ি। তাহাতে সংলগ্ন লম্বালম্বী রেখাটী তার। তারের অপর প্রান্তে "অ" চিহ্নিত চতুষ্কোণটী সোয়ারি। আড়ি হইতে সোয়ারি পর্য্যন্ত এই অখণ্ড তারটীর সুরকে উদারা গ্রামের সা এবং উহার ওজন অর্থাৎ এক মাত্রা কাল মধ্যে অনুকম্পন-তরঙ্গ যেন ১৬ ধরিয়া লউন। অনন্তর ঐ তারটীকে সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঐ খণ্ডিত স্থানে এক খানি পর্দ্দা বাঁধুন। এক্ষণে ঐ পর্দ্দায় অঙ্গুলি দিয়া বাজাইয়া দেখুন, উহার সুর পূর্ণ তারের অর্থাৎ উদারার সা সুরের সহিত

মিশিয়া গিয়াছে। কেবল উচ্চতা ও নিম্নতা মাত্র প্রভেদ। সুতরাং, ঐ মধ্য হইতেই পরবর্ত্তী গ্রাম আরম্ভ হইয়া উহা মুদারা গ্রামের সা স্থির হইল।

১ম খণ্ড ২য় খণ্ড
১৬ ৩২ অ
সা সা

এক্ষণে এই মুদারা সা এর ওজন কত জানিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ফল পাওয়া যাইতে পারে; যথা—

সা-অ এই পূর্ণ তারটীর ওজন যদি ১৬ হয়, তবে ঠিক তাহার অর্দ্ধ খণ্ড সা-অ তারটীর ওজন সুতরাং ১৬ × ২ = ৩২ হইতেছে।

কেননা সমান টানযুক্ত তার ক্রমে যত ছোট হইবে তাহার অনুকম্পন তরঙ্গও সেইরূপ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পর পর উচ্চ সুর প্রসব করিতে থাকিবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই জন্য সা-অ তারটী এক মাত্রা কালে যদি ১৬ বার কম্পিত হয়, তবে তাহার অর্দ্ধ খণ্ড তার সা-অ সেই এক মাত্রা কালে সুতরাং ৩২ বার কম্পিত হইয়া উদারা সা এর দ্বিগুণ সুর প্রকাশ, অর্থাৎ মুদারা গ্রামের পত্তন স্থির করিবে, ইহা নিশ্চয়।

এই ক্রিয়া দ্বারা উদারা গ্রামের সীমাও সুন্দররূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, অর্থাৎ উদারার সা হইতে মুদারার সা পর্য্যন্ত এই অর্দ্ধ খণ্ড অথবা প্রথম খণ্ড তারের মধ্যেই যে উদারা গ্রামের আর আর সুরগুলি নিমগ্ন রহিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ রূপে অবধারিত হইল।

এক্ষণে ঐ সুরগুলি আবিষ্কার জন্য ঐ সা-অ পূর্ণ তারটীকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে একখানি পর্দ্দা বাঁধুন। পরে ঐ সা-অ পূর্ণ তারটীকে আবার সম চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহারও দ্বিতীয় খণ্ডের পূর্ব্ব সীমায় একখানি পর্দ্দা বাঁধুন। অনন্তর বাজাইয়া দেখুন, ঐ দুইটী সুর অতি শ্রুতিমধুর হইয়াছে। যাহা হউক, যথাক্রমে উহাদিগের নাম রাখা হইল প ও ম। নিম্নে দেখুন;—

১ম খণ্ড ২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড
১৬ ৩২ অ
সা প সা

প্রকৃতির রমণীয় রহস্য হইতে আপনি উদারা গ্রাম মধ্যে প ও ম এই দুইটী অতি পবিত্র প্রাকৃতিক সুর প্রাপ্ত হইলেন। একণে উহাদিগের কাহার কত ওজন জানিতে পারিলে পরস্পর সম্বন্ধও স্থিরীকৃত হইবে।

সা-অ এই পূর্ণ তারটীকে সম তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াই প স্থির হইয়াছে। সুতরাং ১৬×৩=৪৮ তৃতীয় বিভাগের ওজন। কিন্তু প দ্বিতীয় ভাগের সুর এবং উহার দৈর্ঘ্যও তৃতীয় বিভাগের ঠিক দ্বিগুণ হইতেছে; সুতরাং উহার অনুকম্পনও $\frac{৪৮}{২}$=২৪ স্থির হইল।

সা-অ এই পূর্ণ তারটীকে আবার সম চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ম পাওয়া গিয়াছে। অতএব ১৬×৪=৬৪ চতুর্থ বিভাগের ওজন। কিন্তু ম দ্বিতীয় বিভাগের সুর এবং উহার দীর্ঘতাও চতুর্থ ভাগের ঠিক ত্রিগুণ হইতেছে; এই জন্য ম এর ওজন $\frac{৬৪}{৩}$= ২১⅓ স্থির হইল।

১৬ = ১৬ সা

১৬×২ = ৩২ সা

১৬×৩=৪৮÷২=২৪ প

১৬×৪=৬৪÷৩=২১⅓ ম

উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা মূল তারটী সম ত্রিখণ্ড ও চতুর্খণ্ড দ্বারা, উদারা গ্রামের পঞ্চম ও মধ্যম স্বর লব্ধ হইল। অতএব প ও ম এর মধ্যে আর প্রকৃত স্বরের স্থান নাই, কারণ সাড়ে তিন প্রভৃতি ভাঙ্গা ভাগ না হইলে আর উহাদিগের মধ্যে কোন প্রকারেই পর্দ্দা বসিতে পারে না।

এক্ষণে ঐ চারিটী স্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ বুঝিয়া দেখুন। সা এর স

যে সম্বন্ধ, ম এর সহিত মুদারা সা এর সেই সম্বন্ধ। কেননা সা = ১৬, প =

এর দেড়া ২৪। ম = ২১⅓, সা = ম এর দেড়া ৩২। সুতরাং, এইরূপ দেড়া সুরসূচক

পঞ্চমত্ব সম্বন্ধে স্বরগুলির অবস্থানই যেন ভগবানের পূর্ণ আজ্ঞা।

অনন্তর আর আর স্বরগুলি আবিষ্কার জন্য এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে যে, ম এর পঞ্চম যদি সা হয়, তবে তাহার অব্যবহিত পরের সুর প এর পঞ্চমও

সা এর অব্যবহিত পরে অবশ্যই হইবে। অতএব প এর পঞ্চম স্থির করিয়া (১) সেই

স্থানে ঋ বলিয়া এক খানি সারিকা বন্ধন করুন।

তাহার ওজন সুতরাং ২৪ এর দেড়া ৩৬ হইবে। কিন্তু উহা মুদারা গ্রামের ঋ। এক্ষণে ঐ ঋ-অ তারটীর ঠিক সমান করিয়া উদারা সা এর দক্ষিণে এক খানি পর্দ্দা বাঁধিলে

তাহা উদারা গ্রামের ঋ হইবে এবং তাহার ওজনও সুতরাং ৩৬/২ = ১৮ হইবে। এখন ঐ

ঋ এর পঞ্চম স্থির করত সেই স্থলে এক খানি পর্দ্দা বাঁধিয়া তাহার নাম ধ রাখুন।

তাহার ওজনও সুতরাং ১৮ দেড়া ২৭ হইবে।

এক্ষণে উদারা গ্রামস্থ গ ও নি এই দুইটী সুরের অভাব রহিয়াছে। সেই দুইটী

সুরের উদ্ধার হইলেই উদারা গ্রাম পূর্ণ হয়।

একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প-অ এই তারটীকে

তিন ভাগ করিলে ঋ এবং চারি ভাগ করিলে সা, পর পর এই দুইটী প্রকৃত স্বর হয়।

(১) কোন একটী পরিমিত তারকে সম তিন ভাগ করিলে দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে তাহার পঞ্চম এবং সম চারি ভাগ করিলে ঐ দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে তাহার মধ্যম হয়।

প-অ তারটীকে পাঁচ ভাগ করিলে অবশ্য সা এর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটা শুদ্ধ স্বর পাওয়া যাইতে পারে। অতএব ঐ প-অ কে পাঁচ ভাগ করিয়া দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে এক খানি পর্দ্দা বাঁধিয়া তাহার নাম নি রাখুন। উহার ওজনও এইরূপে স্থির করা যাইতে পারে; যথা—

প = ২৪ × ৫ = ১২০ পঞ্চম ভাগের ওজন। কিন্তু নি দ্বিতীয় বিভাগের স্বর। সুতরাং উহার ওজনও এক ভাগ বাদ দিয়া ১২০/৪ = ৩০ হইতেছে।
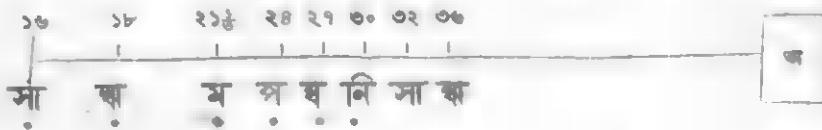
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে সা এর পঞ্চম প, ঋ এর পঞ্চম ধ, ম এর পঞ্চম সা, এইরূপ পঞ্চমত্ব সম্বন্ধে সুরগুলি শৃঙ্খলিত হইয়াছে। অতএব নি যাহার পঞ্চম হয়, এমন একটী সুর ঋ ও ম এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তাহা স্থির করিতে হইলে নি-অ তারটীকে সমদ্বিখণ্ড করুন। তাহার এক খণ্ড তারের সমান করিয়া নি এর বাম দিকে ঋ এবং ম এর মধ্যে এক খানি পর্দ্দা বাঁধিয়া তাহার নাম গ রাখুন। গণনা দ্বারা তাহার ওজনও ২০ হইবে; এতক্ষণের পর গ্রাম পূর্ণ হইল।

পূর্ণ গ্রাম।
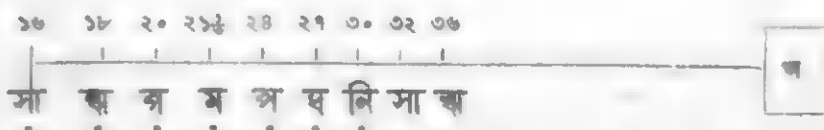
পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সা এর কাম্পনিক অনুকম্পন তরঙ্গ ১৬; এক্ষণে সেই ১৬র স্থলে যদি ১ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে

১	১৵	১৷	১৷/৶৷—	১৷৷	১৷৷৶	১৸৶	২	
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা	অথবা

১	১⅛	১¼	১⅓	১½	১⅔	১⅞	২
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

এইরূপ অনুপাতে অবস্থিত স্বরানুপাতের প্রতি দৃষ্টি করিলে সুরগুলি পরস্পর অতি মনোমুগ্ধকর পঞ্চমত্ব সম্বন্ধে বেশিত হইয়াছে, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়; যথা—সুরের দেড়া পঞ্চম, ঋষভের দেড়া ধৈবত, গান্ধারের দেড়া নিষাদ, এবং মধ্যমের দেড়া পরবর্ত্তী গ্রামের সা।

ইহা গণনা করিয়া বুঝিয়া দেখুন। আবার সা হইতে ঋ, ঋ হইতে গ ও গ হইতে ম এর ওজনের অন্তরতা যত যত; প হইতে ধ, ধ হইতে নি এবং নি হইতে পরবর্ত্তী গ্রামের সা, ইহাদিগের ওজনের অন্তরতাও ঠিক তাহার দেড়া হিসাবে পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্বরানুপাতিক চিত্রে গণনা করিয়া দেখুন।

যাহা হউক, অতি সূক্ষ্মতম গণনাতেও সপ্ত স্বরের সন্নিবেশে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। আবার ষড়জ ও পঞ্চম তারকে ২, ৩, ৪, ৫ এই কয়টী অখণ্ড প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত করিয়াই ঋষভাদি ছয়টী স্বরের সংস্থান হইয়াছে। সুতরাং স্বরগুলিও যে অখণ্ড ও প্রাকৃতিক, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। (১)

---

(১) কিন্তু আমাদিগের ধৈবতের সহিত ইউরোপীয় ধৈবতের একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। ভারতীয় ধৈবতের পরিমাণ ১৸৶ অথবা ১⅔, ইউরোপীয় ধৈবত ১৸৵১৩— অথবা ১$\frac{11}{16}$. আমাদিগের ধৈবত ঋষভের ঠিক পঞ্চম। ইউরোপীয় ধৈবত ঋষভের পঞ্চম অপেক্ষা একটু নরম। হিন্দু ধৈবত অঙ্কমুখে নিভুল। ইউরোপীয় ধৈবত স্বর সংযোগের অনুকূল। কিন্তু ইউরোপীয় ধৈবতকে বিশুদ্ধ বলিতে গেলে গ্রামের মধ্যে সা, প, ম এবং ধ এই চারিটি সুরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, তাহা হইলে হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রের মর্ম্মে এবং উপদেশে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া পড়ে। আর্য্য ঋষিদিগের মতে গ্রামের মধ্যে সা, প এবং ম এই তিনটী স্বরের প্রাধান্য অধিক। তদ্ভিন্নে ঋ এবং ধ; সর্ব্ব শেষে গ এবং নি। প্রমাণ জন্য একটী প্রাচীন শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা—

> পঞ্চমো মধ্যমঃ ষড়জ ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
> ঋষভো ধৈবতশ্চাপি ইত্যেতৌ ক্ষত্রিয়ৌ স্মৃতৌ।
> গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যা বর্দ্ধেন বৈ স্মৃতৌ।
> শূদ্রত্বং বিদ্ধি চার্দ্ধেন পতিত্ব ন্যায় সংশয়ঃ।

ইতি নারদ সংহিতায়াং তথা যন্ত্র-ক্ষেত্র-দীপিকা।

এই প্রাচীন ঋষি-বাক্যের সহিত আমাদিগের গ্রাম-নিরূপণ পদ্ধতির পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যাহা হউক, হিন্দু-ধৈবতই সর্ব্ব প্রকারে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

ঈশ্বরাজ্ঞা অথবা প্রাকৃতিক আধিপত্য বজায় রাখিতে গেলে, এক এক গ্রামে ...কৃতিক স্বর সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী ভিন্ন কখন আটটী ... ছয়টী হইতে পারে না। এই জন্য, প্রকৃতির মানব-জাতীয় সন্তানগণ মাতৃগুণ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই ঐ প্রাকৃতিক সপ্ত স্বরের অধিকারী। সুতরাং সুরগুলির সংখ্যা ও অনুপাত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডময় একই ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া এক মাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানই সুপ্রচার করিতেছে।

স্বর সম্বন্ধ।

কোন্ স্বরের সহিত কোন্ স্বরের কত দূর নিকট বা দূরতর সম্বন্ধ, তাহা ভালরূপ অবগত হইতে না পারিলে রাগাদিকে ইচ্ছানুরূপ নব নব বর্ণে সুরঞ্জিত করা যাইতে পারে না; অতএব, সেই বিষয়টী কথঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের এক জাতীয় অর্থাৎ সা সা, ঋ ঋ ইত্যাদি সম্বন্ধকে স্বজাতীয় স্বর ও সম্বন্ধ কহে। গ্রামস্থ সপ্ত স্বরের মধ্যে যে স্বরের সহিত অন্য স্বরের অতি নিকট সম্বন্ধ, তাহাকে পূর্ব্ব স্বরের বাদী; তদপেক্ষা একটু দূর হইলে তাহাকে সম্বাদী; ইহা হইতে আরও দূর হইলে অনুবাদী; সর্ব্বাপেক্ষা দূরতার বিবাদী স্বর ও সম্বন্ধ কহে; যথা—

সা	—	সা	স্বজাতীয়	সম্বন্ধ
সা	—	প	বাদী	,,
সা	—	ম	সম্বাদী	,,
সা	—	গ	অনুবাদী	,,
সা	—	ঋ, নি আদি,	বিবাদী	,,

তারে আঘাত করিলে তাহা কম্পিত হয় এবং সেই কম্পনে বায়ু-সংযোগে তাহাতে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। এক সময়ে দুইটী সুর বাদিত হইলে, সেই উভয় সুরের উভয়

তরঙ্গের পরস্পর সংমিলনের নৈকট্যই মিষ্টতা এবং দূরত্বই কর্কশতার নিদান বিশদরূপে লিখিত হইতেছে :—

সা + সা স্বজাতীয় সংযোগ ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, এক মাত্রা কাল মধ্যে সা এর অনুকম্পন তরঙ্গ যদি ১৬ হয়, তবে তাহার পরবর্ত্তী গ্রামের সা এর অনুকম্পন ৩২ হইবে। সুতরাং নিম্ন সুরের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উচ্চ সুরের একটী অন্তর তরঙ্গের সংমিলন হইতেছে ; যথা—

নিম্ন সা ১৬ ইত্যাদি

উচ্চ সা ৩২ ইত্যাদি

সুতরাং নিম্ন সুরের ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ইত্যাদির
সহিত উচ্চ সুরের ১ ৩ ৫ ৭ ৯ ১১ তরঙ্গের সংমিলন হইল।

ইহাতে দুইটী অনুকূল তরঙ্গের মধ্যে একটী প্রতিকূল তরঙ্গ রহিয়াছে। স্বজাতীয় ভিন্ন ইহা অপেক্ষা নিকট মিলন ও প্রতিকূল তরঙ্গের অল্পতা অন্য কোন সুরেই হইতে পারে না। এই জন্য, দুইটী স্বজাতীয় সুর একত্র বাদিত হইলে যেন একটী সুর বলিয়া বোধ হয় ও শুনিতে অতি মিষ্ট লাগে। এখন অবশ্যই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ উভয় সুরের যতগুলি প্রবাহ কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রতিকূল প্রবাহের সংখ্যা অল্প, সুতরাং তাহাই মিষ্টতার কারণ।

সা + প বাদী সংযোগ ।

সা এর অনুকম্পন ১৬, প এর ২৪ ; সুতরাং সা এর একটীর স্থলে প এর দেড়=১½ হইবে। অতএব সা এর একটীর পর একটীর ও প এর দুইটীর পর একটীর তরঙ্গগত মিলন হইতেছে ; যথা—

সা ১৬ ইত্যাদি

প ২৪ ইত্যাদি

ইহাতে সা এর ১ ৩ ৫ ৭ ৯ ইত্যাদির

সহিত প এর ১ ৪ ৭ ১০ ১৩ আদি তরঙ্গের সংমিলন হইল। বাদী

টী অনুকূল তরঙ্গ মধ্যে তিনটী প্রতিকূল তরঙ্গ অবস্থিতি করে। গ্রামের ...প ভরঙ্গগত সংমিলনের ঘনিষ্ঠতা, সুর পঞ্চম সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন ...তীয় সুরের সহিতই সম্ভবে না। ইহাতে বিবাদী তরঙ্গের সংখ্যা, স্বজাতীয় হইতে অধিক হইলেও অন্য বিজাতীয় স্বর হইতে অনেক অল্প। এই জন্য, দুগ্ধের সহিত শর্করা মিশ্রিত হইলে তাহা যেমন একটী অপূর্ব্ব অমৃতাস্বাদে পরিণত হয়, সুর পঞ্চম সংযোগেও সেইরূপ একটী সুমধুর সুর প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চমই গ্রামের মধ্যে বাদী সুর।

সা + ম সম্বাদী সংযোগ।

সা এর অনুকম্পন ১৬, ম এর ২১⅓। অথবা সা ১, ম ১⅓ সুতরাং সা এর দুইটী এবং ম এর তিনটী অন্তর তরঙ্গগত সংমিলন হইবে। অর্থাৎ—

সা এর ১ ৪ ৭ ১০ ১৩ ১৬ ইত্যাদির সহিত

ম এর ১ ৫ ৯ ১৩ ১৭ ২১ ইত্যাদির মিলন হইবে।

এইরূপ সম্বাদী সংযোগে দুইটী অনুকূল তরঙ্গ মধ্যে ৫টী প্রতিকূল প্রবাহ অবস্থিতি করে। সংযোগ সুরে পঞ্চম ভিন্ন অপর বিজাতীয় স্বর নিচয় হইতে মধ্যমের বিবাদী তরঙ্গ অল্প. এই জন্য মধ্যমই গ্রামের সম্বাদী সুর।

সা + গ অনুবাদী সংযোগ।

সা এর অনুকম্পন ১৬; গ এর ২০; সুতরাং সা এর তিনটী এবং গ এর চারিটী অন্তর তরঙ্গগত মিলন হইবে।

অর্থাৎ সা এর ১ ৫ ৯ ১৩ ১৭ ২১ ইত্যাদি তরঙ্গের সহিত

গ এর ১ ৬ ১১ ১৬ ২১ ২৬ ইত্যাদির সংমিলন হইবে।

এইরূপ অনুবাদী সংযোগে দুইটী অনুকূল প্রবাহে সাতটী প্রতিকূল প্রবাহ অবস্থান করে। সুতরাং, এই সংযোগ-স্বর বাদী সম্বাদী ভিন্ন অপরাপর স্বর সংযোগ অপেক্ষা মিষ্ট। অতএব, গান্ধারই গ্রামের অনুবাদী সুর।

বিবাদী সংযোগ।

সা + ঋ এবং সা + নি ও সা + ধ ; ইহাদিগকে দূরতর বা সংযোগ কহে।

সা + ঋ।

সা এর অনুকম্পন ১৬, ঋ এর ১৮, সুতরাং

সা এর ১ ৯ ১৭ ইত্যাদির সহিত

ঋ এর ১ ১০ ১৯ ইত্যাদির মিলন হইবে।

এই সা + ঋ সংযোগে দুইটী সমিল তরঙ্গ মধ্যে ১৫টী অমিল তরঙ্গের অবস্থিতি।

সা + নি।

সা এর অনুকম্পন ১৬ ; নি এর ৩০ ; সুতরাং

সা এর ১ ১৫ ২৯ ইত্যাদির সহিত

নি এর ১ ১৬ ৩১ ইত্যাদির মিলন হইবে।

এইরূপ সা + নি সংযোগে দুইটী অনুকূল তরঙ্গে ২৭টী প্রতিকূল তরঙ্গ অবস্থান করে

সা + ধ।

সা এর অনুকম্পন ১৬, ধ এর ২৭ ; সুতরাং

সা এর ১ ২৭ ৫৩ ইত্যাদির সহিত

ধ এর ১ ২৮ ৫৫ ইত্যাদির মিলন হইবে।

এইরূপ সা + ধ সংযোগে দুইটী সমিল তরঙ্গ মধ্যে ৫১টী অমিল তরঙ্গ

সুতরাং সা + ধ, সা + নি এবং সা + ঋ এই তিনটী সংযোগে দুই

কূল তরঙ্গ মধ্যে অধিক সংখ্যক প্রতিকূল তরঙ্গের অবস্থান জন্য সেই স্বর কর্ণ-বিরক্ত করিয়া তুলে। এই জন্য, ঐ সকল সংযোগকে দূরতর বা বিবাদী সংযোগ ষড়জ ভিন্ন অপরাপর সুরগুলিতেও বাদী, বিবাদী, ইত্যাদি হিসাব খাটিবে। উপরোক্ত সংযোগ ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন গ্রামস্থ স্বজাতীয় স্বরের ও নিজ গ্রামস্থ অপর স্বরের যেরূপ নিকট বা দূরতর সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে, নিম্নে সংক্ষেপে র একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

এই স্বরের সহিত		এই স্বরের		তরঙ্গগত অন্তরতা।
সা	—	সা	—	১
সা	—	প	—	২
সা	—	ম	—	৩
সা	—	গ	—	৪
সা	—	ধ	—	৮
সা	—	নি	—	১৪
সা	—	ঋ	—	২৬

ষড়জের সহিত যে যে স্বরের যত নিকটত্ব বা দূরত্ব সম্বন্ধ, তাহা উপরিস্থ অঙ্কপাত দেখিয়া অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। ফলত, যে সুরগুলির সহিত ষড়জের যত নিকট সম্বন্ধ, সেই সুরগুলি তত অগ্রে মানব-কণ্ঠে স্ফূরিত হয়। একটী অশিক্ষিত বালকের কণ্ঠে অগ্রে ষড়জ, পরে পঞ্চম, তৎপরে মধ্যম ও গান্ধার, অনন্তর ঋষভ, ধৈবত ইত্যাদি সুর বাহির হইয়া থাকে।

শ্রুতি বিভাগ ।

সাতটী প্রাকৃতিক স্বরের গ্রামকে বিশুদ্ধ অথবা প্রকৃত গ্রাম কহে। কি স্বরের ঐরূপ প্রাকৃতিক অনুপাত হইতে বিবিধ রসের বহুবিধ রাগ রাগিণীর প্রতিফলিত হয় না। এই জন্য, আদ্য ঋষিগণ ঐ সপ্তস্বর নিচয়ের মধ্যে তীব্রাদি পাঁচটী অর্দ্ধ সুর সংযোগ করিয়া বারটী সুরে একটী বিকৃত গ্রাম স্থির কর কিন্তু উহাতেও কুলাইল না ;—সূক্ষ্মরূপে সুর প্রবাহের সুসংযোগ সাধিত হয় অনন্তর তাঁহারা ঐ গ্রাম দণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অনুকোমল, মধ্য কোমল, অতি কো তীব্র ও অতি তীব্রাদি বাইশটী সূক্ষ্মতম সুরে একটী বিকৃত গ্রাম কল্পনা করিলেন। কল্পিত খণ্ড সুরগুলির নাম শ্রুতি এবং ঐ শ্রুতিময় গ্রামের নাম শ্রৌতিক গ্রাম। ঐ সকল যথাক্রমে ষড়জে ৪, ঋষভে ৩, গান্ধারে ২, মধ্যমে ৪, পঞ্চমে ৪, ধৈবতে ৩ নিষাদে ২টী ; সর্ব্বশুদ্ধ এই বাইশটী মাত্র।

শ্রৌতিক গ্রাম।

তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ছন্দোবতী দয়াবতী রঞ্জনী রতিকা রৌদ্রী ক্রোধী বজ্রিকা প্রসারিণী প্রীতি মার্জনী ক্ষিতি রক্তা সন্দীপনী আলাপিনী মদন্তী রোহিণী রম্যা উগ্রা ক্ষোভিণী

*সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	র্সা
১	১৶	১৷	১৷৶৩৷=	১৷৷	১৷৷৶	১৸৶	২

এই সকল শ্রুতির স্বর ও ওজন সমস্তই যে এক সমান, তাহা নহে ; গণনা দ্বারা তাহা বুঝা যাইতে পারে। সা এর পরিমাণ ১ এবং ঋ এর পরিমাণ ১৶ ; সুতরাং সা এর অষ্টমাংশ সুর সংযোগে তবে ঋ হইয়াছে। এখন এককে আট ভাগ করিলে ফল ৶ দুই পণ (⅛) হইবে। ঐ ৶ পণ (⅛) কে ষড়জের অন্তর্গত চারি শ্রুতিকে চারি ভাগ করিয়া দিলে এক এক অংশে ১০ দশ গণ্ডা (1/32) করিয়া প্রত্যেক শ্রুতির মোটামুটি হিসাব হইতেছে।

আবার ঋ এর পরিমাণ ১৶ বা ১৷ ; অতএব, ঋ কে এক কিম্বা সা ধরিয়া লইলে তাহার নবমাংশ সুর সংযোগে তবে গ হয়। এই জন্য, এখানে তিন শ্রুতি কল্পিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখন এককে নয় ভাগ করিলে যথা, /১৫৷২ দরি (⅑) হয়। ইহা ঋষভ-গত তিন শ্রুতিকে বিভাগ করিয়া দিলে এক এক অংশের পরিমাণ (১১৮৩⅓) দন্তি (1/27) করিয়া হইবে।

---

* এখন হইতে সুরগুলির নিম্নে উহারা গ্রামসূচক বিন্দু দেওয়া হইবে না। কেননা সা কে যে হইতে ইচ্ছা, এক ধরিয়া হিসাব করিলে নিম্ন গ্রাম তাহার অর্দ্ধ ও উচ্চ গ্রাম দ্বিগুণ পরিমাণবিশিষ্ট হই

১৷ (১$\frac{১}{৪}$), ম ১৷৶৷= (১$\frac{১}{৩}$); সুতরাং গা কে এক অথবা সা
র পঞ্চদশাংশ স্বর সংযোগ করিলে তবে ম হয়; এই জন্য এখানে দুই
অনন্তর এককে পনর ভাগ করিলে ভাগফল যথা :—/১৷—($\frac{১}{১৫}$) হয়। ইহা
ত দুই শ্রুতিকে ভাগ করিয়া দিলে, এক একটীর পরিমাণ ৴১০৷= ($\frac{১}{৩০}$) হইবে।
ম ১৷৶৬৷= (১$\frac{১}{৩}$), পঞ্চম ১৷৷ (১$\frac{১}{২}$); সুতরাং মধ্যমের অষ্টমাংশ স্বর যোগে পঞ্চম
হ, এবং পঞ্চম ১৷৷ (১$\frac{১}{২}$) ধৈবত ১৷৷৶ (১$\frac{১১}{১৬}$), ইহাও আবার পঞ্চমের অষ্টমাংশ
সংযোগে ধৈবত হইতেছে। অতএব ম ও প এই দুইটী স্বর ষড়জের ন্যায় অষ্টমাংশ
ক্ত বলিয়া চারি চারি শ্রুতিবিশিষ্ট হইয়াছে; এবং উহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণও
গুণ গণ্ডা ($\frac{১}{৩২}$) করিয়া হইতেছে।

আবার ধৈবত ১৷৷৶ (১$\frac{১১}{১৬}$); নিষাদ ১৸৶ (১$\frac{৭}{৮}$), ইহাতেও ঋষভ গান্ধারের ন্যায়
তর নবমাংশ স্বর সংযোগে নিষাদ হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব হিসাবমত ধৈবতের
একটী শ্রুতির পরিমাণ ৴১১৸৩$\frac{৩}{৪}$ দন্তি ($\frac{১}{২৭}$) করিয়া হইতেছে।

অনন্তর নিষাদ ১৸৶ (১$\frac{৭}{৮}$), পরবর্ত্তী গ্রামের সা ২; সুতরাং গান্ধার ও মধ্যমের
ায় নিষাদেরও পঞ্চদশাংশ স্বর লইয়া তবে পরবর্ত্তী গ্রামের সা হইয়াছে। অতএব
াতেও গান্ধারগত হিসাবের ন্যায় নিষাদের এক একটী শ্রুতির পরিমাণ ৴১০৷= ($\frac{১}{৩০}$)
হইতেছে; নিম্নে পরিষ্কাররূপে দেখান হইল;—

স্বর	স্বরের পরিমাণ	শ্রুতিসংখ্যা	স্বরগত শ্রুতির মোটামুটি হিসাব।	
সা	১	৪	৴১০	($\frac{১}{৩২}$)
ঋ	১৶	৩	৴১১৸৩$\frac{৩}{৪}$ দন্তী	($\frac{১}{২৭}$)
গ	১৷	২	৴১০৷=	($\frac{১}{৩০}$)
ম	১৷৶৷=	৪	৴১০	($\frac{১}{৩২}$)
প	১৷৷	৪	৴১০	($\frac{১}{৩২}$)
ধ	১৷৷৶	৩	৴১১৸৩$\frac{৩}{৪}$ দন্তী	($\frac{১}{২৭}$)
নি	১৸৶	২	৴১০৷=	($\frac{১}{৩০}$)

এই গণনা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত স্বরগত শ্রুতিগুলির পরিমাণ ঠিক
মান নহে। এই জন্য যদিও শ্রুতিনিচয়ের পরস্পর তরঙ্গগত সংমিলন সম্পূর্ণ সমরূপে
ারিত হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া ব্যবহার-সঙ্গীতে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে
ম্য কখনই চলিতে পারে না। তথাপি আর্য্য ঋষিগণ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না।
ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সহিত বাহ্য বস্তুর সুসংযোগ না
াছে, তত ক্ষণ তাঁহারা চিন্তাশূন্য হইতে পারেন নাই। অতি সূক্ষ্ম শ্রবণ-শক্তির
তাঁহারা শ্রুতিদিগের তরঙ্গগত সামান্য তারতম্য বুঝিতে পারিয়া, তাহা দূর করিবার
বীণাদি তার-যন্ত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে আবশ্যকমত অঙ্গুলি আকর্ষণাদি দ্বারা

শ্রৌতিক গ্রাম ।

তীব্রা	কুমুদ্বতী	মন্দা	ছন্দোবতী	দয়াবতী	রঞ্জনী	রক্তিকা	রৌদ্রী	ক্রোধা	বজ্রিকা	প্রসারিণী	প্রীতি	মার্জনী	ক্ষিতি	রক্তা	সন্দীপনী	আলাপিনী	মদন্তী	রোহিণী	রম্যা	উগ্রা	ক্ষোভিণী
সা	ঋ	ঋ	ঋ	ঋ	গ	গ	গ	গ	ম	ম	ম	ম	প	ধ	ধ	ধ	ধ	নি	নি	নি	নি
	সা				ঋ			গ		ম				প				ধ			নি
নি		সা				ঋ			গ		ম				প				ধ		
	নি		সা				ঋ			গ		ম				প				ধ	
		নি		সা				ঋ			গ		ম				প				ধ
ধ			নি		সা				ঋ			গ		ম				প			
	ধ			নি		সা				ঋ			গ		ম				প		
		ধ			নি		সা				ঋ			গ		ম				প	
			ধ			নি		সা				ঋ			গ		ম				প
প				ধ			নি		সা				ঋ			গ		ম			
	প				ধ			নি		সা				ঋ			গ		ম		
		প				ধ			নি		সা				ঋ			গ		ম	
			প				ধ			নি		সা				ঋ			গ		ম
ম				প				ধ			নি		সা				ঋ			গ	
	ম				প				ধ			নি		সা				ঋ			গ
গ		ম				প				ধ			নি		সা				ঋ		
	গ		ম				প				ধ			নি		সা				ঋ	
		গ		ম				প				ধ			নি		সা				ঋ
ঋ			গ		ম				প				ধ			নি		সা			
	ঋ			গ		ম				প				ধ			নি		সা		
		ঋ			গ		ম				প				ধ			নি		সা	
			ঋ			গ		ম				প				ধ			নি		সা

নি	...	উগ্রা	...	১[illegible]	...	১৮৵
নি̑	....	ক্ষোভিনী	...	১[illegible]	...	১৮৵৭॥

গ্রাম ও জাতি বিবরণ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গ্রাম অর্থে আদি স্বর ষড়জের ওজন অর্থাৎ সুর। সেই সুরটী ষড়জ, ঋষভ, গান্ধারাদি সপ্ত সুরে পরিণত হইয়া সাতটী গ্রাম গঠিত হইয়াছে। অঙ্কিত শ্রৌতিক গ্রাম দর্শনেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ষড়জকে গ্রামের মধ্যে রাখিতে গেলে, একটী প্রকৃত ও ছয়টী বিকৃত এই সাতটী গ্রাম ভিন্ন অপর কোন গ্রামেই স্বরদিগের শ্রুতিগত পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না। সুতরাং ঐ সপ্ত গ্রামই শুদ্ধ ও সহজ; কিন্তু ইহা ভিন্ন মানবের বুদ্ধি-প্রসূত বহুবিধ বিকৃত গ্রামও ব্যবহার হইয়া থাকে। কল হৃদয়োত্থিত স্বয়ম্ভু রাগ রাগিণীগুলি বোধ হয় ঐ সপ্ত গ্রামেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেননা যখন কোন ব্যক্তি হর্ষ বিষাদাদি রসে বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়া ক্রন্দন বা সঙ্গীতরূপে মনোভাব প্রকাশ করিতে হৃদয় খুলিয়া দেয়, তখন বুদ্ধি বিবেচনাদি কোন চাতুর্য্যই সেখানে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তখন যাহা সহজ ও ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই কেবল অভ্রান্ত-রূপে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ব্যবহারেও দেখা যায় যে, ঐ সহজ সপ্ত গ্রামে যে সকল রাগ রাগিণী গীত হয়, তাহা স্বভাবতই মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী; এবং বিবিধ বিকৃত সুর-যোগে গঠিত হইলেও ঐ কয়টী গ্রামের সুর সহজেই মনুষ্য-কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার সঙ্গীত-সংসারে ঐ কয়টী জাতীয় রাগের সংখ্যাই অধিক; সুতরাং ঐ সপ্ত গ্রামই শুদ্ধ ও সহজ।

এক্ষণে ঐ সাতটী গ্রামের আভ্যন্তরিক সংস্থান অর্থাৎ প্রকৃত ও বিকৃত সুর-নিচয় কিরূপ পরিমাণ প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক গ্রামে সুরগুলির প্রাকৃতিক অনুপাত সুরক্ষিত হয়, নিম্নে যথাক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, স্বরদিগের প্রাকৃতিক সংস্থানই শুদ্ধ, সহজ ও মিষ্টতার এক মাত্র নিদান।—

ষড়জ ঋষভাদি সপ্ত স্বরের সপ্ত গ্রাম বা ঠাট যাহা প্রদর্শিত হইবে, উহাদিগকে এক একটী জাতিও বলা যাইতে পারে। কেননা স্ব স্ব জাতীয় প্রত্যেক রাগই স্ব স্ব গ্রামগত একই পরিমিত নির্দ্দিষ্ট সুরে বাদিত হইবে। ইহার ব্যভিচার হইলে সুরগুলির অযথা সংস্থানে রাগ অশুদ্ধ হইবে; সুতরাং ষড়জ গ্রামে যে সকল রাগ গীত হয়, তাহা ষড়জ জাতীয়, ঋষভ গ্রামে যাহা গীত হয়, তাহা ঋষভ জাতীয় ইত্যাদি। এই রূপ সপ্ত গ্রামে সপ্ত জাতীয় রাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সপ্ত গ্রাম সংস্থান। *

ষড়জ বা প্রকৃত গ্রাম।

এই গ্রামে ষড়জ, নিজ স্থানে থাকিয়া গ্রাম পূর্ণ করিয়াছে ; সুতরাং ষড়জই ইহার সুর ও ইহার সমস্ত সুরই প্রকৃত। এই প্রকৃত ঠাটে যে যে রাগ গীত হইবে তাহারা ষড়জ জাতীয় রাগ বলিয়া গণ্য ; যথা—

আলেয়া জাতীয় প্রকৃত ঠাট।

১	১৵	১৷	১৷/৬৷৷—	১৷৷	১৷৷৶	১৸৵	২
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	র্সা

ঋষভ গ্রাম।

এই গ্রামে ষড়জ, ঋষভ রূপে পরিণত হইয়া গ্রাম পূর্ণ করিয়াছে ; অতএব অতি কোমল নিষাদ ইহার সুর। এই ঠাটে যে যে রাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা ঋষভ জাতীয় রাগ বলিয়া কথিত ; যথা—

সিন্ধু জাতীয় ঠাট।

১	১/১৫৷৷	১৶/১৯৷	১৷/৬৷৷—	১৷৷	১৷৷৵/১৩৷—	১৸৮৸	২
সা	ঋ̑	গ̊	ম	প	ধ̑	নি̊	র্সা

গান্ধার গ্রাম।

ইহাতে ষড়জ, গান্ধার রূপে পরিণত হইয়া গ্রাম সংস্থান করিয়াছে ; অতএব মধ্য কোমল ধৈবত ইহার সুর। এই গ্রামে যে যে রাগ রাগিণী গীত হয়, তাহারা গান্ধার জাতীয় রাগ বলিয়া বিশেষিত ; যথা—

ভৈরবী জাতীয় ঠাট।

১	১/১৷—	১৶/৪	১৷/১২	১৷৷	১৷৷/১২	১৸১৬	২
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	র্সা

* সপ্ত গ্রামের মধ্যে প্রকৃত গ্রাম ভিন্ন, অপর ছয়টী বিকৃত গ্রামস্থ সুরের সূক্ষ্মতম অঙ্কগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে ; তবে যে কৌতূহলী পাঠক ঐ সুর নিচয়ের পঞ্চমস্থ সম্বন্ধ গণনা দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন শ্রুতিসমূহের অঙ্কগত হিসাবের তালিকা হইতে অঙ্কগুলি ঠিক করিয়া লন। ভগ্নাংশে দেখিতে হইলে, তাহাও ঐ তালিকা মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

মধ্যম গ্রাম।

ইহাতে ষড়জ, মধ্যম রূপে প্রকাশিত হইয়া গ্রাম গঠন করিয়াছে ; সুতরাং পঞ্চম ইহার সুর। এই গ্রামস্থ যাবতীয় রাগই মধ্যমজাতীয় বলিয়া গণ্য ; যথা—

ইমন্ জাতীয় ঠাট।

১	১৵	১।৫	১।৵১০	১॥	১॥৶	১৸৵	২
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

পঞ্চম গ্রাম।

ষড়জ, পঞ্চম রূপে পরিণত হইয়া এই গ্রাম পত্তন করিয়াছে ; সুতরাং মধ্যম ইহার সুর। এই গ্রামে যে যে রাগ গীত হয়, তাহারা পঞ্চমজাতীয় বলিয়া অভিহিত ; যথা—

ঝিঝিট জাতীয় ঠাট।

১	১৶	১।	১।/৬॥—	১॥	১॥৵/১৩।—	১৸৮৵	২
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

ধৈবত গ্রাম।

এই ঠাটে ষড়জ, ধৈবত রূপে পরিণত হইয়া গ্রাম গঠন করিয়াছে ; অতএব অতি কোমল গান্ধার ইহার সুর। এই গ্রামে যে সকল রাগ গীত হয়, তাহারা ধৈবত জাতি মধ্যে গণ্য ; যথা—

কানাড়া জাতীয় ঠাট।

১	১/১৫॥	১৶/১৯	১।/৬॥—	১।৶/১৪	১॥/৫॥	১৸৮৵	২
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

নিষাদ গ্রাম।

ইহাতে ষড়জ, নিষাদ ভাবাপন্ন হইয়া গ্রাম গঠন করিয়াছে ; সুতরাং মধ্য কোমল ঋষভ ইহার সুর। এই ঠাটে যে যে রাগ গীত হয়, তাহারা নিষাদ জাতি মধ্যে পরিগণিত ; যথা—

১—	১/১।—	১৶/৪	১।/৬॥=	১।৵/১৫	১॥/১২	১৸১৬	২
সা	ঋ	গ	ম	ম	ধ	নি	সা

নিষাদ জাতীয় কোন রাগের সচরাচর ব্যবহার দেখা যায় না ; এই জন্য ইহা কোন্ জাতীয় রাগ, তাহা লিখিত হইল না।

উল্লিখিত গৌণ গ্রামগুলিতে অনুকোমল, কোমল এবং অনুতীব্র ও অতি তীব্রা‌দি যে সকল চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সমস্তই যে অঙ্কপাতের সহিত সূক্ষ্মরূপে মিলিয়া গিয়াছে, এমনও নহে। তবে যে অঙ্কগুলি যে স্বরের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী, সেখানে সেই চিহ্নই ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু যাঁহাদিগের স্বর বোধ আছে, তাঁহারা ষড়জকে অবস্থা‌ন করায়, মধ্যম ও পঞ্চমাদি স্বরে পরিণত করিয়া, সেই হিসাবে আর আর স্বরগুলিকে প্রাকৃতিক অনুপাতে স্থাপন পূর্ব্বক ঘাট বাঁধিয়া লইবেন। তাহা হইলে গৌণ গ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত ঠিক হইতে পারে; নচেৎ অঙ্কপাত দেখিয়া স্বর স্থির করিতে গেলে, নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইতে হইবে। উহা কেবল স্বরদিগের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য; ত‌ং শ্রবণেন্দ্রিয়ই স্বরের সূক্ষ্মতা ও পূর্ণতা অনুভবের এক মাত্র যন্ত্র। ফল, যন্ত্র অথবা কণ্ঠ পথে প্রাকৃতিক স্বরনিচয়ের পূর্ণ ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া, মনুষ্যের একান্তই সাধ্যাতীত। কোন ব্যক্তি কয় দিবসের পরিশ্রমে ঐ সকল নিত্য নবনীততুল্য স্বরগুলির নির্ম্মলতা সাধনে কৃতার্থ হইয়া, স্বর ব্রহ্ম, এই মহান্ বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিবে! তবে তাঁহার কৃপা হইলে কি না হয়। এই জন্যই ত বিশ্বাস যে, দেব-প্রসাদ-বল, অথবা জন্মান্তরের সাধন ভিন্ন, শুদ্ধ অভ্যাস ও যত্নে সপ্ত স্বরের পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করা মনুষ্যের একান্তই সাধ্যাতীত।